জৈন স্যাৎবাদ

জৈনদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হল স্যাৎবাদ। এই ‘স্যাৎ’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘অস’ ধাতু থেকে, যার অর্থ হল ‘হওয়া’ আর স্যাৎশব্দের অর্থ হল ‘হয়তো’, ‘সম্ভবত’, ‘হতে পারে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জন্যই বোধ হয় স্যাৎবাদকে কেউ কেউ ‘সম্ভাব্যতার মতবাদ’ বা ‘হলেও হতে পারে’র মতবাদ বলে থাকেন। কিন্তু জৈন দার্শনিকগণ এই অর্থে ‘স্যাৎ’ শব্দটিকে এখানে ব্যবহার করেন নি। আর তা যে করেননি তা বোঝা যাবে নিম্নের আলোচনার মাধ্যমে।

জৈন মতে, আমরা দুইভাবে জ্ঞান লাভ করি। একটি প্রমাণ এবং অপরটি নয়। 'নয়' বলতে এখানে অবধারণকে বোঝানো হয়েছে। জৈনগণ বস্তু স্বাতন্ত্রবাদী। তাঁদের মতে বাহ্য বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধজ্ঞান অবধারণে প্রকাশযোগ্য। এ সম্পর্কে সহমত লক্ষ্য করা যায় জার্মান দার্শনিক কান্টের। জৈনগণ আবার এই জ্ঞানকে সসীম জীবের জ্ঞান ও জিন বা সর্বজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেন।

জৈনগণ বলেন, 'অনন্ত ধর্মকং বস্তু' - অর্থাৎ যে কোন বস্তু অনন্তধর্ম বিশিষ্ট'। আমাদের মতো সসীম অপূর্ণ জীবের পক্ষে বস্তুর এই অনন্ত ধর্মের জ্ঞান লাভ করা কখনো সম্ভব হয় না। আমরা কেবলমাত্র ঐ ধর্মগুলির একটি বা কয়েকটিকে জানতে পারি। আর একটি বা কয়েকটি ধর্মের জ্ঞানকে ঐ বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক বা সম্পূর্ণ জ্ঞান বলে দাবী করি। যার ফলে আমাদের মধ্যে এত মতবিরোধ। তবে যিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত, সেই সর্বজ্ঞ জিন-ই কেবল জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

জৈন স্যাৎবাদের সার কথা হল, বস্তু অনন্তধর্ম-বিশিষ্ট। আমাদের লৌকিক জ্ঞান, তা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ যাই হোক না কেন, তা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে থাকে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ জ্ঞান হয়, কেবল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ জ্ঞান সত্য। সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। যাবতীয় লৌকিক জ্ঞান আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। কারণ, অল্পজ্ঞ, অপূর্ণ লৌকিক জীবের কোন জ্ঞানই পূর্ণ সত্য নয়, আবার পূর্ণ মিথ্যাও নয়। বিশেষ প্রকারে সত্য। একটি বস্তুকে বিভিন্ন কালে একই জ্ঞাতা কিংবা একাধিক জ্ঞাতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করে। এই দৃষ্টকোণের তারতম্য হেতু একই বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞাতাদের গঠিত 'নয়' বা 'অবধারণ' বিভিন্ন হয়। গিরগিটি নামক প্রাণীটিকে যদি একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে, কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তি একই সময়ে প্রত্যক্ষ করে তবে তাদের জ্ঞানের তারতম্য ঘটবে। কারুর জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য নয়, আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। আংশিক সত্য। শর্তসাপেক্ষ সত্য। এই সম্পর্কে সচেতন থাকিনা বলে আমাদের মধ্যে এত মতপার্থক্য বা মতবিরোধ।

উপরোক্ত বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য জৈনগণ একটি সুন্দর উপমার সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, লৌকিক জ্ঞান মাত্রই অন্ধব্যক্তির হস্তিজ্ঞান সদৃশ আংশিক সত্য। যে অন্ধব্যক্তি হাতির পা স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি স্তম্ভবৎ'; যে হস্তির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি পর্বতবৎ'; যে হস্তির শুঁড় স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি লতাগুল্মবৎ'; বর যে ব্যক্তি হাতির কান স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি কুলাবৎ'। এভাবে বিভিন্ন অন্ধব্যক্তি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে হাতির দৈহিক গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং প্রত্যেকেই হাতি সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তকে সামগ্রিক সত্য বলে দাবী করবে। কিন্তু তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। তাই তাদের মধ্যে এত বিরোধ। কিন্তু কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যখন অন্ধদের স্ব স্ব আংশিক জ্ঞান সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন, তখন তাদের সকল বিতর্কের অবসান ঘটে। কারণ, তারা তাদের আপন আপন জ্ঞান সম্পর্কিত ত্রুটিগুলি বুঝতে পারে।

জৈনমতে, লৌকিক জ্ঞান অপূর্ণতাহেতু দ্বিমুখী অর্থাৎ সদর্থক জ্ঞান নঞর্থক জ্ঞান সাপেক্ষ, আবার নঞর্থক জ্ঞান সদর্থক জ্ঞান সাপেক্ষ। আসলে দৃষ্টভঙ্গীর ভিন্নতাহেতু এরকম পরস্পরবিরোধী দ্বিমুখী জ্ঞানের উপলব্ধি হয়ে থাকে। বস্তুবাদী জৈনগণ বলেন, সৎ বস্তু মাত্রই অনন্তধর্ম-বিশিষ্ট। জৈন দর্শনে সৎবস্তুকে 'সদসদাত্মক', 'অনেকমেকাত্মক', 'ব্যবৃত্ত্যনুগমক' ও 'নিত্যানিত্যস্বরূপ' বলা হয়েছে। এদের প্রতিটি যুগ্ম কিন্তু একটি অপরটি বিরোধী। একটি দৃষ্টিকোণ থেকে যা সত্য, নিত্য, এক ইত্যাদি; অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তাই অসত্য, অনিত্য ও অনেক ইত্যাদি। কিন্তু জৈনরা বলেন, যদি আমরা বস্তুর অনন্তধর্মকে জানতে পারি এবং যাবতীয় লৌকিক জ্ঞানকে আংশিক ও আপেক্ষিক জ্ঞান বলে উপলব্ধি করতে পারি, তবে পরস্পর বিরোধী উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিও পরস্পর অবিরোধী বলে উপলব্ধ হবে। আর যদি লৌকিক জ্ঞানকে সামগ্রিক জ্ঞানরূপে উপলব্ধি করি, তবে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে।

জৈন দার্শনিকদের মতে, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাও ঐ একই কারণে। অর্থাৎ জগতের যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গণ দিয়ে থাকেন, তাও জগৎকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, দার্শনিকগণ যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখেন, সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য সত্য হতে পারে। কিন্তু তা সামগ্রিক বা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর এটাই দার্শনিকগণ ভুলে যান বলে অন্ধ ব্যক্তির হস্তি জ্ঞানের ন্যায় তাঁরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন।

উপরোক্ত যুক্তি দেখিয়ে জৈনগণ বলেন, আমাদের জ্ঞান প্রকাশক ‘আবধারণ’ বা ‘নয়’ গুলির কোনটাই চরম বা সম্পূর্ণ সত্য নয়। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য। এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জৈনগণ বলেন, প্রতিটি অবধারণ বা নয়ের পূর্বে ‘স্যাৎ’ কথাটি যোগ করে দিতে হবে। যেমন ‘স্যাৎ হস্তি স্তম্ভ ইব’ বা ‘স্যাৎ ঘটঃ অস্তি’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাগুলির অর্থ হল হাতি কোন এক দিক থেকে স্তম্ভের মত বা ঘটটির কোন কালে অস্তিত্ব ছিল। এরূপ বললে আর অবধারণরূপ জ্ঞানগুলি একান্তবাদের দোষদুষ্ট হবে না। তাই তাঁরা বলেন, কি সদর্থক আর কি নঞর্থক সব অবধারণগুলি গঠনের পূর্বে ‘স্যাৎ’ কথাটি যোগ করে নিলে আর কোন দোষ হয় না।

জৈনদের উপরোক্ত মতবাদকেই স্যাদবাদ বলে। জৈনদের স্যাদবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আমাদের প্রতিটি অবধারণ শর্তাধীন ও আপেক্ষিক এটাই বোঝানো। জৈনদের সমসাময়িক যুগে প্রচলিত তিনটি মতবাদ - উপনিষদীয় মতবাদ - যা সৎ তা ত্রিকালাবাধিত সৎ এবং ইহাই পারমার্থিক সৎ ও সত্য। এঁরা দার্শনিক জগতে নিত্যতাবাদী নামে খ্যাত। অপরদিকে উপনিষদ বিরোধী মতবাদ হল অসত্তা বা শূন্যতাই হল পারমার্থিক সৎ ও সত্য। এঁরা হলেন শূন্যতাবাদী। অন্য এক মতবাদ হল পরিবর্তনই সৎ ও সত্য। দর্শন জগতে এই মতবাদ সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদী নামে খ্যাত। জৈন দার্শনিকগণ বলেন, উপরোক্ত মতবাদগুলির প্রতিটি শর্তাধীন ও আংশিক সত্য। কিন্তু এঁরা নিজেদের বক্তব্যকে চরম সত্য বলে দাবী করায় এঁরা একান্তবাদের দোষদুষ্ট।

সুতরাং জৈনদের মতে, প্রত্যেক নয় 'স্যাৎ' এই বিশেষণে বিশেষিত হওয়া উচিৎ। প্রত্যেক নয়-এর পূর্বে যদি 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেক নয় যে আংশিক সত্য বা শর্তাধীন সত্য এবং অন্যান্য বিকল্প নয়ও যে সম্ভব হতে পারে তা বোঝা যায়। তাই জৈনরা বলেন, কোন বস্তুকে জানার যে তিনটি উপায় (দুর্নীতি, নয় ও প্রমাণ) আছে, তন্মধ্যে প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'ঘট অবশ্যই অস্তিত্বশীল' - এটি দুর্নীতি মূলক জ্ঞান। 'ঘট অস্তিত্বশীল' - এটি একটি নয়-মূলক জ্ঞান। আর সর্বশেষে 'কোনভাবে ঘট অস্তিত্বশীল' বা 'হলেও হতে পারে ঘট অস্তিত্বশীল'(স্যাৎ ঘটঃ অস্তি) - এইভাবে 'স্যাৎ' শব্দ যুক্ত হয়ে কোন নয় প্রমাণে পরিণত হয়। একটি আংশিক সত্য জ্ঞানকে আংশিক বা আপেক্ষিক সত্য বলে জানাকে প্রমাণ বলে। এই 'স্যাৎ' হল সত্যতার প্রতীক (symbol of truth)।

কেউ কেউ জৈন দর্শন প্রবর্তিত স্যাদবাদকে সংশয়বাদ(scepticism) বলে মনে করেন। তাঁরা 'স্যাৎ' শব্দের 'কোনভাবে' বা 'হয়তো', 'হতে পারে' বা 'সম্ভবতঃ' - এই অর্থ ধরে নিয়ে স্যাৎবাদকে সংশয়বাদ নামে অভিহিত করে থাকেন। এঁরা যুক্তি দিয়ে বলেন, জৈনমতে সসীম অপূর্ণ জীবের যাবতীয় জ্ঞান অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞান সম্ভাব্য। এই অর্থে লৌকিক জ্ঞানমাত্রই সংশয়াত্মক। ইহাই স্যাৎবাদের ব্যাখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। তাই তাঁদের মতে, স্যাদবাদ সংশয়বাদেরই নামান্তর।

কিন্তু একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি, স্যাৎবাদে 'স্যাৎ' শব্দকে কোথাও 'সম্ভবতঃ' বা 'হলেও হতে পারে' - এই অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। সম্ভাব্যতা অর্থে সংশয় বোঝালেও জৈনগণ সংশয়বাদী নয়। লৌকিক জ্ঞানে প্রত্যেক অবধারণের পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দটি যোগ করার অর্থ হল, প্রত্যেক অবধারণই আপেক্ষিক (relative) এবং যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটি ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে।

সংশয়বাদীরা সকল জ্ঞানকেই সম্ভাব্য মনে করেন। তাঁদের মতে কোন জ্ঞানই নিশ্চিত বা সত্য নয়। কিন্তু জৈনগণ একথা বলেন না। তাঁরা বলেন, বিশেষ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কোন জ্ঞান আংশিক হলেও ঐ দৃষ্টকোণ অনুযায়ী ঐ জ্ঞান সত্য। আসলে 'স্যাৎ' শব্দের দ্বারা জৈনগণ লৌকিক জ্ঞানের আপেক্ষিক সত্যতাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ হস্তী সামগ্রিকভাবে স্তম্ভবৎ না হলেও পায়ের দিক থেকে হাতি স্তম্ভবৎ((অর্থাৎ হাতি স্তম্ভের মতো হলেও হতে পারে = 'স্যাৎ হস্তী স্তম্ভঃ ইব') এই সত্যতা জৈনগণ স্বীকার করেন। তাই সংশয়বাদীদের মতো সত্য জ্ঞান একেবারেই সম্ভব নয় - একথা জৈন স্যাদবাদ বলে না। তাই কোনভাবেই জৈন স্যাৎবাদকে সংশয়বাদ বলা যায় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ